Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ. মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস বিক্রেতা ও মেরামতকারক।
নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।
রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪২শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা আশ্বিন বুধবার ১৩৬২ ইংরাজী 21st Sept. 1955 { ১৯শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য
১৯৫৪ সালে
৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই **হিন্দুস্থানের** প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি ঃ

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা ;*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা ;*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস { আজীবন বীমায় ১৭॥০
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ. কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬২ সাল।

বিধাতার কি দয়া !

—০—

পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ও স্বাস্থ্যের বিধাতা একজন জগৎবিখ্যাত চিকিৎসক। স্বাস্থ্য বিভাগ যদি এহেন সুধী ব্যক্তির হাতে থাকে তাহা হইলে দেশবাসী অন্ততঃ চিকিৎসা ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। তা কপাল যখন মন্দ হয় তখন যে বিপদ হইবার নহে তাহাই ঘটিয়া থাকে। তুলসী এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের বিষয়ে বলিয়াছেন—

বন জুড়েনা লকড়ী
সায়র জুড়েনা নীর।
পারে উপাস কুবের ঘর
যব বিপক্ষ রঘুবীর।

অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্র যখন বিরূপ হন তখন বনে বাস করিয়া লকড়ী মিলে না। সাগরের নিকটে থাকিয়াও পানীয় জলের অভাবে মরিতে হয়। ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ঘরে থাকিয়াও উপবাস করিতে হয়।

কলিকাতার মত সহরে একাধিক হাসপাতালে ঔষধ চুরির বহর, ভেজাল ঔষধ ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাপার পুলিশ ধরিয়া কতিপয় বেতনভোগী নার্স ও কয়েকটি ডিস্পেন্সারীর ডাক্তারকে বিচারার্থ চালান দিয়াছে।

এই সময়ে স্বাস্থ্যের বিধাতা এভাবে রুগ্ন মানুষের জীবন রক্ষার বদলে রোগীর মৃত্যু ঘটাইবার প্রতিকারকল্পে আইনসভায় সচেষ্ট না হইয়া জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য্য সরষের তেল, কেরোসিন তেল, দেশলাই, চিনি, রোগীর জন্য আবশ্যকীয় ফল প্রভৃতির উপর ট্যাক্স চাপাইবার ফন্দী ফিকির খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। বিধান সভায় যে বিলই উপস্থিত করা হউক না কেন কংগ্রেসের ভোটের দাপটে স বিল ন্যায্য হউক আর অন্যায্য হউক গৃহীত হই। এরই মধ্যে কোন কোন সদস্যেরা দেশলাই, সরষে তেল, কেরোসিন তেলে ট্যাক্স বসাইলে তাহারা আগামী নির্ব্বাচনে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না এই কারণ দেখাইলে কর্ত্তা ঐগুলির সেলট্যাক্স বাদ দিয়া দয়া দেখাইয়াছেন। শিশু ও রোগীর খাদ্য চিনি ও ফল প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইবার বিল মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন। চিনির উপর ট্যাক্সের কথায় তিনি বলেন লোকে গুড় খাইতে পারে। তিনি ডাক্তার! রোগী ও শিশুরাও কি গুড় খাইবে? কর্ত্তার দয়ার বহর দেখিয়া জনৈক লোক সেদিন এক গল্প বলিয়াছিলেন।

গল্পটি—

এক কর্ত্তার বাড়ীতে এক চোর পায়খানার একটি ফুটো মগ চুরি করিয়াছিল। ঐ পরিবারের ছেলেরা তাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করে। কর্ত্তা তার কান্না শুনিয়া হাতে হরিনামের ঝুলি লইয়া মালা জপিতে জপিতে আসিয়া ছেলেদের বলিলেন আহা বেচারীকে মারছিস্ কেন? ছেলেরা বলে পুলিশে দিব। কর্ত্তা তার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন—পুলিশও ওকে মারবে। তোরা এক কাজ কর আমার ঘরে আমার চাকরী আমলের যে মানুষ সমান বস্তা আছে বেচারাকে তাতেই পুরে বস্তার মুখ বেঁধে মা গঙ্গার জলে সমর্পণ করে দিয়ে আয়। মানুষকে প্রহার করা আমার সহ্য হয় না। ওর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হবে। বৈকুণ্ঠে বাস হবে। কর্ত্তার ব্যবস্থা শুনে চোর বলে উঠলো—আহা কর্ত্তার কি দয়ার শরীর!

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়

নিরাপত্তা বিল গৃহীত

—০—

নিরাপত্তা সংশোধন বিলের মধুর আস্বাদ বর্ণনা করিয়া ডাঃ রায় বিরুদ্ধ পক্ষের সব আক্রমণ বিফল করিয়াছেন। যিনি যত বিরুদ্ধ বক্তৃতা করুন তাঁদের ভোটের মুরোদ ৪৯ এর বেশী হইল না। সরকার পক্ষে ভোট হইল ১৪১। সেঁকরার ঠাকঠুক কামারের এক ঘা। এই বিল যেন চিনি ফলফলারি ভোজনের পর রাবড়ি পরিবেষণ। হাসপাতালে নিরাপত্তা বিল রোগীদের নিরাপত্তা কবে করবে?

তস্কর ত্রাতা

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের ও সেই সব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত "সত্যমেব জয়তে মার্কা" খদ্দরী অখদ্দরী কর্ম্মচারীবৃন্দের সততা এবং নেমকহালালীর যত হিসাব সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির দফায় দফায় প্রদত্ত বিবরণ এবং গৌরী সেনের টাকার আদ্যশ্রাদ্ধের খবর যতই সংসদে পেশ হইতেছে ততই সমঝদার ভারতবাসী মাত্রেরই শরীর শীতল হইতেছে।

আবার যখন অর্থমন্ত্রী প্রমুখ কর্ত্তা ব্যক্তি এই ব্যাপার চেপে যাবার যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন তখনই মনে হইতেছে কেঁচো তুলতে সাপ ওঠার তামাসাটা দেখিতে পাইলেও "যাক দেশের টাকা চোরের পেটে কিন্তু কালামুখোদের কে কে রক্ষক-বেশী ভক্ষক তাহা জানা যাইবে।"

হাজার বৎসর অন্যের অধীনতায় থাকার পর কর্ত্তা সাজিবার সুযোগ পাইলে ইতরমনা লোকেরা দিনে তারা দেখিয়া "কি ছিলাম কি হলাম" মনে করিয়া কত সয়তানী করিতে পারে তাহা এই সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণ যেন দেখিবার সুযোগ পায়। চোরের মুরুব্বি সাজিয়া দেশের টাকা মারিবার অপরাধে অপরাধীকে বেদাগ ছাড়িয়া দিবার মহত্ত্ব যিনি বা যাঁহারা দেখাইবেন তাঁহারাও নিজের প্রবৃত্তির পরীক্ষা দিবেন। দেখা যাবে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা।

দরবারের সভ্যতা

পশ্চিমবাংলা আইনসভার সভ্যগণ মুখে মুখে তর্ক ছাড়িয়া দিয়া শেষ অবধি জুতো তোলাতুলির পর্য্যায়ে উঠিয়া সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আইনসভায় মহিলা সভ্যারও অভাব নাই। তাঁহাদের উপস্থিতিকালে এই সব দরবারী বন্ধু নিজেদের স্বভাবের ও শিক্ষার পরিচয় দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন (করিয়াছে)। এই সভ্যদের সম্বন্ধে "শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্" এই শ্লোকাংশ বলিলে বেমানান হয় না।

পাকীস্থানী দরবার

—•—

করাচীতে পাকীস্থানী দরবারে সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী জনাব খুরো (খুড়ো?) আর অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং "ডাইরেক্ট একশন ডের" হিন্দুনিধনপ্রয়াসী জনাব সুরাবর্দ্দী (৺উপেন দাদার কথিত ছোরা-উর্দ্দী) সাহেবে যে পরস্পরের গুণাবলী কীর্ত্তন সুরু করিয়াছিলেন তাহাও বেশ সভ্যতা-সম্মত। নিজের বহু ছিদ্র থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান আওয়ামী লীগ নায়ক সুরাবর্দ্দী সাহেব দরবারে খুরোকে ঘাঁটিয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বচনসুধা পান করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। খুরো কলিকাতায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের হত্যাকাণ্ড ও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সুরাবর্দ্দীকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর আশ্রয় গ্রহণের কথা এবং আশী লক্ষ টাকা ইন্‌কম্‌-ট্যাক্সের কথাও বাদ পড়ে নাই। আমরা দুই সাহেবকেই আদাব জানাইয়া বলিতেছি—

সব পাপ রহে জমা—
ভাবিও না যেন আল্লাতাল্লা
করিবে সে সব ক্ষমা।

শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী

—•—

গত ৩১শে ভাদ্র '৬২ সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে পাঠাগার কক্ষে শান্ত ও সুন্দর পরিবেশের মধ্যে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি একটী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার মহাশয়। সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীইলা রায়, শ্রীহেনা রায়, শ্রীসিপ্রা ভট্টাচার্য্য। আবৃত্তি করেন শ্রীঅমল ধর ও শ্রীজয়দেব দাস। অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক শ্রীকালীপদ ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বড়াল ও শ্রীপীযূষকান্তি চন্দ্র মহাশয়গণ শরৎ সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শ্রোতৃবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে।

ছুটিতে রিটার্ণ টিকিটের সুবিধা

রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত

রেলওয়ে বোর্ড দশহরা, দেওয়ালী ও খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে সুবিধা মূল্যে রিটার্ণ টিকিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া আজ ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের সকল আঞ্চলিক রেলওয়েতেই এই রিটার্ণ টিকিট দেওয়া হইবে।

যুদ্ধের পর এই প্রথম ছুটিতে আবার রিটার্ণ টিকিট ইস্যু করা হইবে। রিটার্ণ টিকিটের ভ্রমণের মেয়াদ ১৫ দিন, এক তরফা ভাড়া এবং তৎসহ উহার তিন-চতুর্থাংশ দিলে রিটার্ণ টিকিট পাওয়া যাইবে।

দশহরার ছুটির জন্য ১৪ই হইতে ২৭শে অক্টোবর দেওয়ালীর ছুটির জন্য ১০ই নভেম্বর হইতে ১৫ই নভেম্বর এবং খ্রীষ্ট মাসের ছুটির জন্য ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট ইস্যু করা হইবে।

কম পক্ষে ১৫০ মাইল দূরত্বে ভ্রমণের জন্য রিটার্ণ টিকিট দেওয়া হইবে; তবে যে ক্ষেত্রে একতরফা যাতায়াতের ভাড়া রিটার্ণ টিকিটের ভাড়ার চেয়ে বেশী সে ক্ষেত্রে ১৫০ মাইলের মধ্যেই রিটার্ণ টিকিট দেওয়া হইবে।

যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনীর জন্য

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের আবেদন

এ কথা এখন সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে যক্ষ্মার প্রকোপ খুবই বেশী। যক্ষ্মা নিবারণ ও নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমুহ আরও চেষ্ট ক্লিনিক ও হাসপাতাল স্থাপন করিতেছেন এবং জনসাধারণও অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন।

আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মারোগীরা সমাজের আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের চেষ্ট ক্লিনিক বা হাসপাতালে যক্ষ্মারোগের তথাকথিত আরোগ্যলাভ যথেষ্ট নয়। আরোগ্যপ্রাপ্ত যক্ষ্মারোগীদের সাহায্য করার জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত আরোগ্যোত্তর কলোনী স্থাপন করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে এই ধরণের বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু ভারতে এ পর্য্যন্ত মাত্র তিনটি আরোগ্যোত্তর কলোনী স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে মাত্র এক শতের মতো লোকের বসবাসের স্থান আছে। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্তই অপ্রচুর।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সহায়তায় ও পরামর্শ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে একটি আরোগ্যোত্তর কলোনী স্থাপনের জন্য মেদিনীপুর জেলার ডিগরিতে ৪১২·১৮ একর পরিমিত উপযুক্ত একটি স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। স্থানটি একটি যক্ষ্মা হাসপাতালের নিকটেই অবস্থিত। কাজেই প্রয়োজন হইলে কলোনীর অধিবাসীদের উপযুক্ত চিকিৎসা হইতে পারিবে। এই আরোগ্যোত্তর কলোনী স্থাপন করিতে প্রথম দফায় ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে, আর শেষ পর্য্যন্ত পুঞ্জীব্যয়ের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

কমিটি এ পর্য্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং নির্ব্বাচিত স্থানে জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই কাজের বিরাটত্ব ও এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জরুরী প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আমি সকলকে যথাসম্ভব শীঘ্র রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর কলোনী নিধিতে অর্থ দান করার জন্য এবং এই নিধির সহায়তাকল্পে গভর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে যে ১৯৫৫ সালের যক্ষ্মা লটারী অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে বিশেষ করিয়া তাহার টিকেট বিক্রয় জনপ্রিয় করিয়া তোলার জন্য ঐকান্তিকভাবে আবেদন জানাইতেছি।

যক্ষ্মা লটারী—টিকিটের মূল্য ২৲

লটারীর তারিখ—২৭শে নভেম্বর ১৯৫৫

প্রাপ্তিস্থান—জেলার প্রধান প্রধান ডাকঘর, পোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিস এবং বহরমপুর পোষ্টেল ক্যান্টীন।

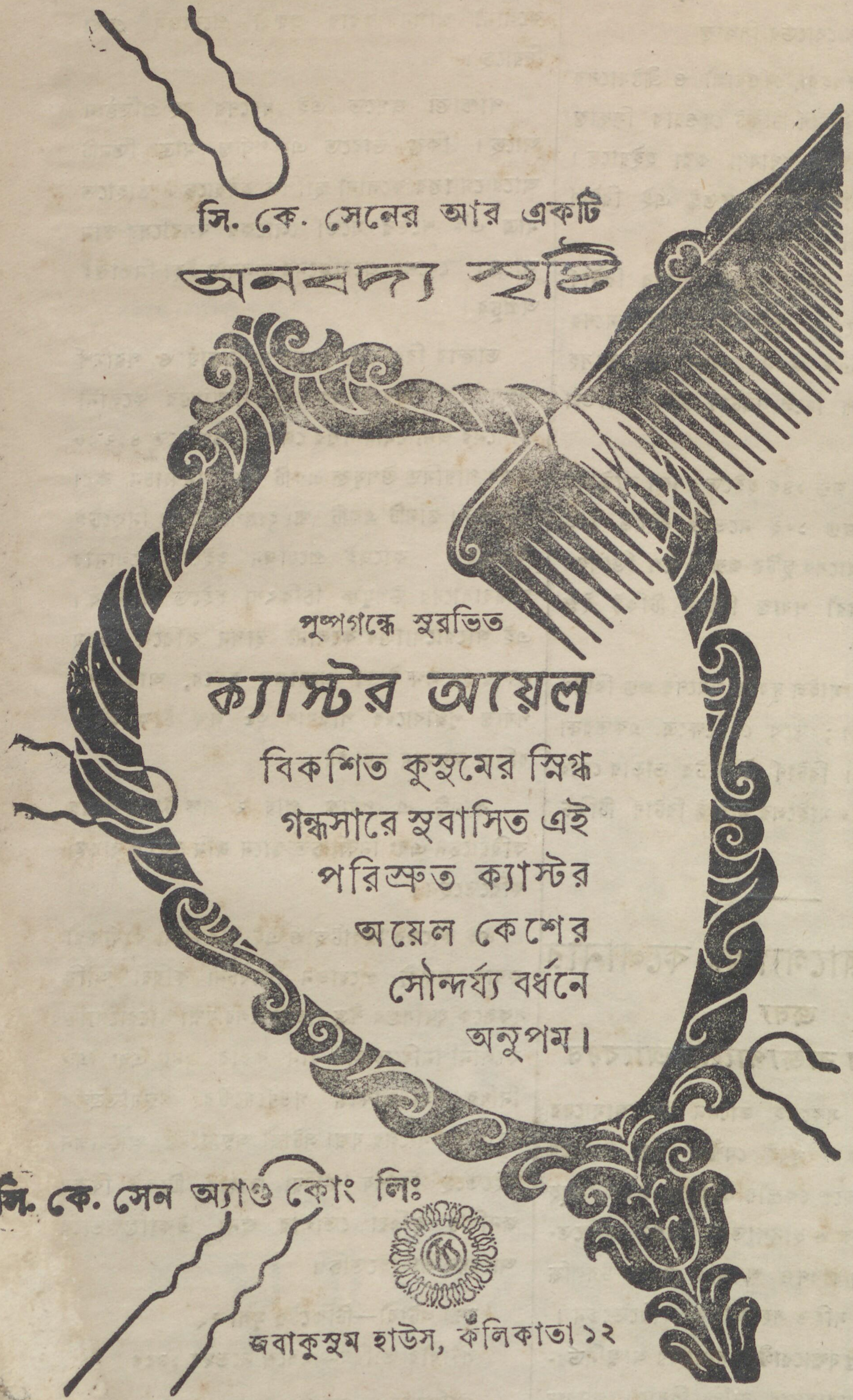

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫৭২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটান সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ১/৹ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ— **ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-অধিকার রাজ্যের হাতে-চালানো তাঁতশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য ১৯৫৫-৫৬ সালে নগদ ৫,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। হাতে-চালানো তাঁতের উন্নত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আবিষ্কার, তাঁতে-বোনা কাপড়ের শ্রেষ্ঠ নমুনা, কাপড় বোনা ও ছাপানোর শ্রেষ্ঠ নক্সা, মিহি সূতায় বোনা কাপড়ের শ্রেষ্ঠ জমি এবং আধুনিক রুচি উপযোগী অথচ আটপৌরে কাপড়ের শ্রেষ্ঠ নমুনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

যে কোন প্রতিযোগী একাধিক বিষয়ে প্রতিযোগিতায় নাম পাঠাতে পারেন। যে-সব নমুনার জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে সেগুলি ফেরত দেওয়া হবে না।

কলিকাতার যে-সব কারিগর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চান, তাঁদের হাতের কাজ সহ ১৯৫৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৫ ও ৬ নং হেয়ার ষ্ট্রীটে শিল্প-অধিকারের বিপণন ও প্রচার-আধিকারিকের কাছে নাম পাঠাতে হবে। মফঃস্বলের কারিগরেরা ঐ তারিখের ভেতর কাজের নমুনা সহ তাঁদের নাম সহ-সমবায় নিয়ামকের অফিসে জমা দিতে পারেন।

এ বিষয়ে সমস্ত খবর শিল্প-অধিকর্তার অফিস ১ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট (১০-তলা) কলিকাতা—১-এ পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

তাঁতের কাপড়

শুধু টেকসই-ই নয় সস্তাও বটে

তবে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে কেনা চাই

পছন্দমত সব রকমের তাঁতের কাপড় আমাদের কাছে সব সময়েই পাবেন। দুই বা তদুর্দ্ধ টাকার জিনিষ একসঙ্গে কিনলে টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়।

আপনাদের সহযোগিতাকামী—

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কন্‌জিউমারস্ কো-অপারেটিভ ষ্টোরস লিঃ

(গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত)

জঙ্গীপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

"হ্যানিম্যান হল"

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

এখানে হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ, বই, চশমা এবং ডাক্তারী সরঞ্জামাদি কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। আপনার প্রয়োজনীয় ঔষধ অন্যত্র ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আমাদের সহিত পরামর্শ করিলে বুঝিতে পারিবেন তুলনায় কত সস্তা। ঔষধের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ও সুলভে ঔষধ সরবরাহ করাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই।

হ্যানিম্যান হল

হোমিও কেমিষ্ট ও পাবলিশর

খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

বিশ্বকর্ম্মা পূজা

গত ৩১শে ভাদ্র শনিবার রঘুনাথগঞ্জ সহরে চারি খানি শ্রীশ্রী৺বিশ্বকর্ম্মা দেবের প্রতিমা পূজা হইয়াছে। তিনখানি প্রতিমা নিরঞ্জন হইয়াছে। সদর ঘাটের প্রতিমা এখনও আছে।

ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি

ভাগীরথী নদীর জল বেশ কমিয়া গিয়াছিল। দিন কয়েক হইতে পুনরায় জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু জমির কলাই এর চারা ডুবিয়া যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

পূজার আনন্দে উপহার

আপনার পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি দিতে পারে একমাত্র **"বাটার"** জুতো—সেজন্যই **"বাটা"** জনপ্রিয়। সহানুভূতি-কামী।

বাটা সু কোম্পানী

রঘুনাথগঞ্জ (চাউলপট্টি)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই অক্টোবর ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৫৩৯ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার যোগেশচন্দ্র সেন দেং রুস্তম আলি সেখ দিং দাবি ৪৭৷৴৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঘোড়শালা ৩০ শতকের কাত ১৮৵৮ আঃ ৩০৲ খং ২২১ রায়ত স্থিতিবান।

৬১৭ খাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার যোগেশচন্দ্র সেন দেং আক্কেল মহাম্মদ সেখ দাবি ৩১৵৩ থানা ঐ মৌজে মিঠিপুর ৪৮ শতকের কাত ৪৷৶১১ আঃ ৩৫৲ খং ৩০ রায়ত স্থিতিবান।

৭০৬ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার যোগেশচন্দ্র সেন দেং আফসার সেখ দাবি ৩৪৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জরুর ১-০৫ শতকের কাত ৩৮৶৩ আঃ ৮০৲ খং ১২ রায়ত স্থিতিবান।

কুড়ি বৎসর বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ—৪৯ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি কুড়ি বৎসরব্যাপী বিচ্ছেদের পর সম্প্রতি তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছে। চট্টগ্রামগামী এক ট্রেনে ভ্রমণকালে এই পুনর্মিলন ঘটে।

লোকটির নাম সালামত খান। সে নাকি বিবাহের দুই বৎসর পরে সামান্য মনোমালিন্যের জন্য পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যায় তখন তাহার শিশু সন্তানের বয়স মাত্র ৫ মাস। যাইবার পূর্ব্বে সে স্ত্রীকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া যায়।

সম্প্রতি ট্রেনে ভ্রমণকালে এক তরুণ সহযাত্রীর সহিত গল্প করিতে করিতে সালামত খান তাহার জীবনের করুণ কাহিনী প্রকাশ করে। কাহিনী শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় যে, তরুণ শ্রোতাটি তাহারই পুত্র এবং সহযাত্রিণী মহিলাটি ঐ তরুণেরই মাতা।

তরুণ শ্রোতার মা তাহার অবগুণ্ঠন সরাইয়া স্বামীকে অভ্যর্থনা করে। তাহার চক্ষু দুইটি তখন জলে টলমল করিতেছিল। 'বসুমতী'

ইলিশ মৎস্য

এখানে ইলিশ মৎস্য প্রতি সের ৸৵০, ১৲ দরে পাওয়া যাইতেছিল। এখন ক্রমশঃ দর বৃদ্ধি পাইতেছে। অদ্য ১৷৵০ আনা ও ১৷৷০ টাকা সের দরে বিক্রয় হইতেছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১০ই অক্টোবর ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৫৮০ থাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং হেমাঙ্গিনী গুপ্তা দাবি ৯২৷৷৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সুজাপুর ৪১ শতকের কাত ৯৷৷৫ আঃ ৩৮৲ থং ২০৬ রায়ত স্থিতিবান।

৫৮২ থাং ডিঃ ঐ দেং মহিলাল মণ্ডল ওরফে মিহিলাল মণ্ডল দাবি ৪৭৻৯ পাই থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ৪৫ শতকের কাত ৷৷৵০ আঃ ৩৫৲ থং ১৫১ রায়ত স্থিতিবান।

৫৮৩ থাং ডিঃ উমানাথ সিংহ দিং দেং লালমুনী দেবী দিং দাবি ৩৫৸৴৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ১-০৫ শতকের কাত ৩৷৷৶৩ থং ১৪৪ রায়ত স্থিতিবান

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

৯২ থাং ডিঃ নবকুমার সিংহ দুধোরিয়া দিং দেং মাণিকচন্দ্র রায় দিং দাবি ১৪৭৶৩ পাই থানা সুতী মৌজে আহিরণ ৬-৬০ শতকের কাত ১৪৷৷৴১ আঃ ৭০০৲ থং ৭০ অধীনস্থ থং ২২১৷২২৮ রায়ত স্থিতিবান।

২১৯ থাং ডিঃ অমানো বর্ম্মণ্যা দেং জ্ঞানদাসুন্দরী বর্ম্মণ্যা দাবি ১২৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুতুবপুর ১৩ শতকের কাত ৶৯ আঃ ১৮৲ থং ১১৩

২২০ থাং ডিঃ ঐ দেং সাবিত্রীবালা দেবী দাবি ২৮৸৬ পাই মৌজাদি ঐ ২-৯৫ শতকের কাত ১৯৷০ নিজ ১৪৷৶০ আঃ ১০৲ থং ৫০

২২১ থাং ডিঃ সেবাইত রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং মাওলাবক্স মণ্ডল দিং দাবি ১৬৸৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ১-১১ শতকের কাত ৪৴৯ পাই আঃ ৮৫৲ থং ১০০৬

২২২ থাং ডিঃ ঐ দেং বিদগ্ধগোপাল দাস দাবি ৮১৸৯ থানা ঐ মৌজে চর এনায়েতনগর ১৪৴০ বিঘার কাত ২২৸০ আঃ ৩৫০৲ থং ১ (ক)

২২৪ থাং ডিঃ ঐ দেং বটকৃষ্ণ দাস দাবি ২৬৴৩ পাই মৌজাদি ঐ ১-২৮ শতকের কাত ৭৸০ আঃ ৯৫৲ থং ৬৪

৩১ থাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচী দেং মজিজ সেখ দিং দাবি ৩৬৷৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাদিকোলা ১-১৩ শতকের কাত ৩৷৷৩ আঃ ১০৲ থং ২৩৪

৭৭ থাং ডিঃ রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং শশাঙ্ক শেখর সরকার দিং দাবি ২১৵৯ থানা সুতী মৌজে মহেশাইল ৯২ শতকের কাত ২৸৴৮ আঃ ৭৫৲ রায়ত মোকররী।

৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৬৴৬ থানা সুতী মৌজে ভাবকী ৪৫ শতকের কাত ১৷০ আঃ ৩৫৲ রায়ত স্থিতিবান।

১৯৬ থাং ডিঃ ঐ দেং গৌরাঙ্গচন্দ্র সরকার দিং দাবি ৪২৸৴০ মৌজাদি ঐ ৩-৩০ শতকের কাত ৭৵০ আঃ ২৫০৲ থং ৭৪০

১৯৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩৩৷৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৫৮ শতকের কাত ৩৷৷৵০ আঃ ১২০৲ থং ৬৭৮

৩৪ থাং ডিঃ রূপেন্দ্রমোহন খাঁ ভাদুড়ী দিং দেং খাবিরুদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ২৬৸৴৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দুর্গাপুর ১-০৯ শতকের কাত ৩৷০ আঃ ১০০৲ থং ৩৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৫

১৯৫৫ সালের ডিক্রীজারী

১৫০ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং শুকুর্দ্দি সেথ দিং দাবি ৪৮৷৷১ পাই থানা ফরাক্কা মৌজে থাপড়া ২৴০ বিঘার কাত ৩৴০ আঃ ১০০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

১৫১ থাং ডিঃ ঐ দেং জাহিরুদ্দিন সেথ দিং দাবি ৫৬৷৷৵৪ পাই মৌজাদি ঐ ২৴২৷০ বিঘার কাত ৩৵৭৷৷ আঃ ১৪০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

১৫২ থাং ডিঃ ঐ দেং ধনি বিবি দাবি ২১৷৴৫ পাই মৌজাদি ঐ এক্ষণে ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট অফ মুর্শিদাবাদ আঃ ২৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

১৫৩ থাং ডিঃ ঐ দেং জোহরাখাতুন বিবি দাবি ২৯৷৷৵৮ পাই মৌজাদি ঐ ২৴০ বিঘার কাত ৩৴০ আঃ ৬০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৮৯ থাং ডিঃ উমাচরণ দাস দিং দেং পঙ্কজকুমার রায় দিং দাবি ২৩৷৷৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ১-০৮ শতকের কাত ১৷৷৴৯ আঃ ১০০৲ থং ৩৩২

৯০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২১৷৵৯ পাই মৌজাদি ঐ ৩২ শতকের কাত ৸৶৬ পাই আঃ ৩৫৲ থং ৩৩৩

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।